একটি উন্নত ভারতের জন্য রূপান্তরমূলক শিক্ষা: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'নতুন ভারতের জন্য নতুন শিক্ষা' প্রচারাভিযান শুরু করেছেন

(রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 'নতুন ভারতের জন্য নতুন শিক্ষা' প্রচারাভিযান চালু করেছেন, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক মঙ্গল ও ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার রূপান্তরমূলক ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন।)

মূল্যবোধ গড়ে তোলা এবং শিক্ষার্থীদের চেতনা উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু 22শে নভেম্বর, 2023-এ ওড়িশার সম্বলপুরে ব্রহ্মা কুমারীদের দ্বারা আয়োজিত 'নিউ এডুকেশন ফর নিউ ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযানের উদ্বোধন করেন। এই প্রচারাভিযানটির লক্ষ্য ছিল নৈতিক মূল্যবোধ জাগানো। ছাত্ররা, সার্বিক ছাত্র উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। রাষ্ট্রপতি মুরমুর ভাষণে সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার মুখ্য ভূমিকা এবং দায়িত্বশীল নাগরিক গঠনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান:

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মুর্মু দর্শকদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে দেখেন, সামাজিক রূপান্তরে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরে। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি হিসাবে পরিষেবা, সমতা এবং সহানুভূতির মতো নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের তাত্পর্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি তরুণদের এই আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সামাজিক কল্যাণে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

ইতিবাচক মূল্যবোধের প্রচার:

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com
GET IT ON Google Play

তার বক্তৃতার সময়, রাষ্ট্রপতি মুরমু শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তি গঠনে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সহায়ক। রাষ্ট্রপতি সহানুভূতি, দয়া, বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের মতো গুণাবলী গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা:

রাষ্ট্রপতি মুর্মু জোর দিয়েছিলেন যে নৈতিক শিক্ষা জীবন গঠনে এবং ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন আনতে একটি নির্দেশক শক্তি হিসাবে কাজ করে। এটি এমন গুণাবলীর চাষ করে যা ব্যক্তিদের মধ্যে ইতিবাচক রূপান্তর ঘটাতে পারে, শেষ পর্যন্ত একটি উন্নত সমাজ গঠনে অবদান রাখে। রাষ্ট্রপতি চরিত্র-নির্মাণ, আত্ম-উপলব্ধি এবং ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুখ, শান্তি এবং আনন্দের পথ সহজতর করার জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

জাতীয় শিক্ষা অভিযান:

'নিউ এডুকেশন ফর নিউ ইন্ডিয়া' ক্যাম্পেইনের সূচনা জাতীয় শিক্ষা নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। রাষ্ট্রপতি মুর্মু হাইলাইট করেছেন যে নতুন নীতি একটি নতুন ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তিনি প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের উপর জোর দিয়েছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে ভারতের উন্নয়ন শুধুমাত্র এই উপাদানগুলির সংমিশ্রণের মাধ্যমেই সম্ভব।

একটি নতুন ভারতের জন্য শিক্ষাগত রূপান্তর:

রাষ্ট্রপতি মুরমুর ভাষণ ভারতের ভবিষ্যত গঠনে শিক্ষার রূপান্তরকারী শক্তিকে নির্দেশ করে। শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের একীকরণ ছাত্র উন্নয়নের জন্য একটি সামগ্রিক এবং মূল্য-ভিত্তিক পদ্ধতির জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। 'নতুন ভারতের জন্য নতুন শিক্ষা' প্রচারাভিযান এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে, যার লক্ষ্য সমাজে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখে এমন দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি করা।

শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিভঙ্গি:

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com

GET IT ON Google Play

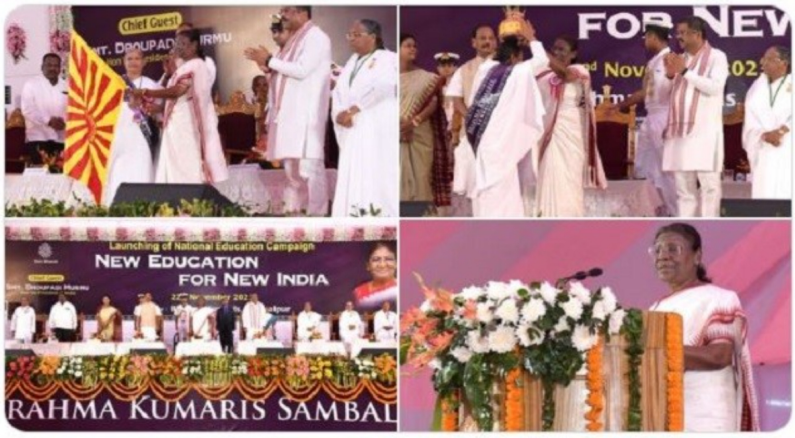

শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রপতি মুর্মুর দৃষ্টিভঙ্গি একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের বাইরে। তিনি এমন একটি ব্যবস্থার কল্পনা করেন যা কেবল জ্ঞানই দেয় না বরং এমন মূল্যবোধও গড়ে তোলে যা একটি শক্তিশালী এবং সহানুভূতিশীল সমাজের ভিত্তি তৈরি করে। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের উপর জোর দিয়ে, তিনি এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করার লক্ষ্য রাখেন যারা কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সক্ষম নয়, নৈতিকভাবে ন্যায়পরায়ণ এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীলও।

ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে নৈতিক শিক্ষা:

ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে নৈতিক শিক্ষার ওপর রাষ্ট্রপতির জোর লক্ষণীয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে সহানুভূতি, উদারতা, বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের মতো মূল্যবোধের উদ্রেক করে নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তিদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। এই ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি, তিনি জোর দিয়ে বলেন, সম্মিলিতভাবে একটি উন্নত সমাজ গঠনে অবদান রাখবে।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের অবদানের স্বীকৃতি:

রাষ্ট্রপতি মুর্মু চরিত্র-নির্মাণ, আত্ম-উপলব্ধি এবং ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার সুযোগ প্রদানে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রচেষ্টাকে স্বীকার করেছেন। সুখ, শান্তি এবং আনন্দের পথে সংগঠনের প্রতিশ্রুতি 'নতুন ভারতের জন্য নতুন শিক্ষা' অভিযানের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই স্বীকৃতি শিক্ষা খাতে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মূল্যবান অবদানের সরকারের স্বীকৃতি প্রতিফলিত করে।

জাতীয় শিক্ষা নীতি: একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তন:

রাষ্ট্রপতির জাতীয় শিক্ষা নীতির উল্লেখ ভারতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর জোর দেওয়া সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ভাষাগত সমৃদ্ধির প্রতি অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে। প্রযুক্তির উপর নীতির ফোকাস এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ একটি ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয় যা জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার সাথে সাথে আধুনিক অগ্রগতিগুলিকে কাজে লাগায়।

প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ: একটি সিম্বিওটিক সম্পর্ক:

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com
GET IT ON Google Play

রাষ্ট্রপতি মুরমুর দাবি যে ভারতের উন্নয়ন শুধুমাত্র প্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সংমিশ্রণের মাধ্যমেই সম্ভব তা ঐতিহ্য এবং প্রগতির মধ্যে সহানুভূতিশীল সম্পর্কের উপর জোর দেয়। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পক্ষে ওকালতি করার সময়, তিনি একই সাথে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এই দ্বৈত পদ্ধতি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক টেপেস্ট্রির আন্তঃসংযোগ এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সম্ভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত বোঝার প্রতিফলন করে।

পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে যুবক:

তরুণদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হওয়ার এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে তরুণ প্রজন্মের সামাজিক কল্যাণে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখার জন্য রাষ্ট্রপতির আহ্বান। বয়স্কদের যত্ন নিতে এবং সমাজের বঞ্চিত অংশগুলিকে সমর্থন করার জন্য তাদের উত্সাহিত করে, তিনি এমন একটি ভবিষ্যতের কল্পনা করেন যেখানে যুবকরা একটি সহানুভূতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার মাধ্যমে ইতিবাচক মনোভাব:

শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের মনে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করার ওপর রাষ্ট্রপতি মুর্মুর জোর শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার রূপান্তরকারী শক্তির ওপর জোর দেয়। পাঠ্যক্রমের সাথে মূল্যবোধকে একীভূত করার মাধ্যমে, শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিদের নয়, নৈতিকভাবে সচেতন নাগরিকদের গঠনের একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে। শিক্ষার প্রতি এই সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি 'নতুন ভারতের জন্য নতুন শিক্ষা' অভিযানের বৃহত্তর লক্ষ্যগুলির সাথে সারিবদ্ধ।

উপসংহারে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর 'নতুন ভারতের জন্য নতুন শিক্ষা' প্রচারাভিযানের সূচনা হল সামগ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি যা একাডেমিক কৃতিত্বের বাইরে যায় তা উপলব্ধি করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধের একীকরণ, যেমন রাষ্ট্রপতির দ্বারা জোর দেওয়া, সমাজে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখে এমন ব্যক্তিদের গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের মতো সংস্থাগুলির ভূমিকার স্বীকৃতি এবং জাতীয় শিক্ষা নীতির সাথে সারিবদ্ধতা শিক্ষাগত পরিবর্তনের জন্য একটি ব্যাপক এবং সহযোগিতামূলক পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয়। ভারত যখন একটি নতুন ভারত গড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার রূপান্তরকারী শক্তি, জাতির ভবিষ্যত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Asutosh Mukherjee Road, College Para, Hathi More, Siliguri, West Bengal
+91 - 8436586516, +91-8436900456
thedhronas@gmail.com
thedronas.com
GET IT ON Google Play